অ্যাপ দিয়ে বিশ্ব শিশু শান্তি পুরস্কার জয়ী সাদাত

ইমদাদুল হক

ইন্টারনেটের ভয়ংকর থাবা সাইবার বুলিং আত্মহত্যার দিকেও ঠেলে দেয় অনেক কিশোর-কিশোরীকে। পিরোজপুরের এমন একটি ঘটনা ভীষণভাবে নাড়া দেয় নড়াইলের কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী সাদাত রহমানকে।

এরপর এই ঘটনার অনুসন্ধানে নামেন এবং এ ধরনের ঘটনা বন্ধে তৈরী করেন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সাইবার টিনস। পুলিশি সংশ্লিষ্টতা এড়িয়ে সাইবার ও মানসিক সাপোর্ট দিতে তৈরি করেন এই অ্যাপ। গত ২০১৯ সালের ৯ অক্টোবর চালু করেন এই অ্যাপ। অ্যাপে দুই শতাধিক মানুষকে সহায়তা দিয়ে আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

ভবিষ্যতে সাইবার বুলিং ঠেকাতে নিজের বিশেষ কিছু পরিকল্পনা তুলে ধরে সাদাত রহমান জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা, চাইল্ড ফ্রেন্ডলি একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞ ও পেশাদারদের সাথে আলোচনা করে- কীভাবে আরো ভালো করা যায় সেদিকে এগিয়ে যেতে চাই এবং একটি পেশাদারি অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই। সাইবার বুলিং ঠেকাতে আমাদের Awareness, Empathy, Counciling & Action এ চারটি ক্ষেত্র ডেভেলপ করতে হবে, এদের মধ্যে মূলত সচেতনতাই প্রধান। আমরা ইতোমধ্যে ওয়েবসিরিজ করার পাশাপাশি প্রতিটি স্কুল-কলেজে সাইবার বুলিং সচেতনতা নিশ্চিত করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন সাইবার বুলিং সচেতনতা সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পরিকল্পনা করেছি।

যেভাবে কাজ করে সাইবার টিন

সাদাতের উদ্যোগেই ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে গড়ে ওঠা সংগঠন নড়াইল ভলান্টিয়ার্সের একটি প্রকল্প হিসেবে গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সাইবার টিনসের যাত্রা শুরু হয়। এক্ষেত্রে নড়াইলের জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের সার্বিক সহায়তা পেয়েছেন তারা। কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে সাইবার টিনসের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, "যেভাবে তুমি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছে তার উপযুক্ত প্রমাণ (স্ক্রিনশট, ওয়েব লিংক)-সহ বিস্তারিত তথ্য আমাদের ওয়েবসাইটে বা অ্যাপে সাবমিট করলেই অভিযোগ করা হয়ে যাবে। এরপর আমরা তোমার সাথে যোগাযোগ করব।"

সাদাত বলেন, "অধিকাংশ টিনেজার পুলিশকেও ভয় পায়। তাছাড়া সাইবার বুলিং সম্পর্কে সব পুলিশ কর্মকর্তারও পরিষ্কার ধারণা নেই। পুলিশ সদস্যদের মধ্যে যাদের কিশোর-কিশোরী সন্তান নেই, তারা ওই বয়সীদের সমস্যাটা অনুভবই করতে পারেন না। সমবয়সী হওয়ার কারণে আমরা তাঁদের সমস্যা অনুভব করতে পারি। যে কারণে চেনাজানা না থাকা সত্ত্বেও ওরা আমাদের কষ্টের কথাগুলো জানাচ্ছে"।

ওয়েবসাইট (https://cyber-teens.com/), অ্যাপস বা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে পাওয়া অভিযোগগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় জানিয়ে সাদাত বলেন, এর মধ্যে প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে এবং আইনগত সমস্যাগুলো পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হয়।

সাদাতের বেড়ে ওঠা

সাদাত রহমানের পৈতৃক নিবাস মাগুরা জেলার সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামে। তার বাবার নাম মো. সাখাওয়াত হোসেন, যিনি পেশায় একজন ডেপুটি পোস্টমাস্টার, এবং মায়ের নাম মলিনা খাতুন। পঞ্চম শ্রেণিতে থাকতেই 'অ্যান্ড্রয়েড সেট' ব্যবহার করেছে সাদাত, আর ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে কমপিউটার।

কমপিউটার হাতে পাওয়ার পরপরই ডিজিটাল মেলার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় সাদাত। ২০১৮ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের গবেষণা উইং সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইয়ং বাংলার দেয়া জয়বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড পায় সাদাতের সংগঠন। এটা ছিল তার জীবনের 'টার্নিং পয়েন্ট'। সাদাত জানান, এরই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সান্নিধ্য লাভ তাঁকে উজ্জীবিত ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করেছে।

এর আগে নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় " নড়াইল ভলান্টিয়ার্স" নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের অংশ হিসেবে ২০১৯ সালের ৯ অক্টোবরে সাইবার টিনস নামের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যাত্রা শুরু করে। স্কুলজীবন শেষ করে তিনি নড়াইল আবদুল হাই সিটি কলেজে ভর্তি হন। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পর নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে আয়োজিত সম্মেলনে কিডস রাইটস ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। কিডস রাইটস ফাউন্ডেশনের মতে, "এই পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে সাদাত একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম পেলো, যা তাকে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ করে দেবে" কজ

ফিডব্যাক : imdadbdpress@gmail.com